ব্ল্যাকমেল

দুপুরের দিকে বৃষ্টিটা ধরে এলো। সাতকড়ি চট্ করে মোড়ের মাদ্রাসী হোটেল থেকে সাম্বার-ভাত সাবড়ে এসে অফিস আগলে বসলো আবার। সকাল থেকে মাছি মারা ছাড়া কাজ নেই। অফিসের দরজায় তালা মেরে বাড়ি গিয়ে টানা ঘুম দেবে কিনা মনে মনে তারই হিসেব কষছিল সাতকড়ি হেনকালে চেকচেক স্যুটপরা ভদ্রলোক আবার দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালো।

নেতাজীনগরের এই অফিসঘরের পত্তন হয়েছে মাস ছয়েক আগে। বি.এ. পাশ করে দু'বছর বহু চেষ্টা করেও যখন একটা চাকরি জোটাতে পারলো না সাতকড়ি তখন বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, এই নীতিবাক্য স্মরণ করে স্বাধীন ব্যবসায়ে নেমে পড়তে বদ্ধপরিকর হল সে। বাল্যবন্ধু এবং সহপাঠী গোলোকনাথ ---- সাতকড়ির মতই ভুক্তভোগী সে-ও ---- সাতকড়ির সঙ্গে পার্টনারশিপের ব্যবস্থায় রাজি হয়ে গেল এক কথায়। তবে যে কোনও মহৎ অভিপ্রায় কার্যকরী করতে গেলে কাঠখড় পোড়াতে হয়, বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে হয়। সাতকড়ি এবং গোলোকনাথের যুগ্ম প্রচেষ্টার পথেও সমস্যার কম্‌তি ছিল না। ব্যবসার জন্য প্রধান যা প্রয়োজন, অর্থসঙ্গতি ---- বলতেই বলে টাকায় টাকা আনে ---- তার কোনও সম্ভাব্য উৎসই কাছে - পিঠে - হাতে নেই তাদের। থাকার মধ্যে আছে অদম্য চেষ্টা, দৃঢ় নিশ্চয় এবং সুপ্রচুর সাধারণ বুদ্ধি। ওরা এই নিয়েই শুরু করলো।

ওরা ঠিক করলো যে এমন ব্যবসায় নামবে যাতে গোড়াতেই এককাঁড়ি টাকা পয়সার প্রয়োজন হবে না। যেমন ধরা যাক ডিটেকটিভ এজেন্সী। দিশী বিলিতী এন্‌তার ডিটেকটিভ বই পড়ে এ লাইনটা বেশ সড়গড় দুজনেরই। গোড়াতেই একলাফে শার্লক হোমস্ হতে না পারুক, ছোটখাটো ব্যাপার দিয়ে শুরু করতে দোষ কি ! অতএব গোবর্ধনলাল হেলপ্ লাইন অ্যাণ্ড ডিটেকটিভ এজেন্সীর পত্তন হল। ওই জবরজং

সেকেলে নামটা খুব একটা মনঃপুত হয়নি ওদের কিন্তু এছাড়া আর উপায় ছিল না। ওই নামের দরুনই অফিসঘরটা বিনি পয়সায় ভোগে এসেছে ওদের। গোলোকের দূরসম্পর্কের এক পিসির কাছ থেকে। পিসির পুরোনো ভাড়াটে দোকানদার ঘরখানা আত্মসাৎ করার মতলবে ছিল, প্রায় বেহাতই হতে বসেছিল এ ঘর। সাতকড়ি আর গোলোকের যুগ্ম প্রচেষ্টায় তাকে উৎখাত করার পর ---- বলতে গেলে সেটাই ওদের প্রথম কেস ---- পিসি স্বল্প ভাড়ায় ঘরখানা ওদের ব্যবহার করতে দেন। এবং তারপর গোলোকনাথ তার স্বর্গত পিসেমশাইয়ের নামে এজেন্সীর নামকরণ করেছে শুনে পিসি আর একটি পয়সাও ওদের কাছ থেকে ভাড়া হিসেবে নিতে অস্বীকার করেন। এমনিতেও পিসির মোটামুটি সচ্ছল অবস্থা। দোকানখানা বাইরের কাউকে ভাড়া দিয়ে নতুন করে ঝক্কি-ঝামেলায় জড়াতে চাননি আর। এ বরং প্রয়াত স্বামীর স্মৃতিমন্দির হয়ে রইলো দোকানটা।

গোলোকনাথের হাঁপানির ধাত। বৃষ্টিবাদলার দিনেই চাগিয়ে ওঠে। সাতকড়িকে একাই তখন অফিসের কাজকর্ম সামলাতে হয়। অবশ্য কাজকর্ম বলতে বসে বসে মাছি মারা আর সময়মত মোড়ের দোকান থেকে ভোজন-জলপান সেরে আসা এবং মাঝে মধ্যে কোন মক্কেল এলে তার খিদমৎ করা। নতুন ব্যবসা। এখনও তেমন জমে ওঠেনি। তবে লেগে থাকলে উন্নতি যে হবেই সে বিষয়ে দুই পার্টনারই স্থিরনিশ্চিত। ওদের এই বিশ্বাস একেবারে নিরাধার নয়। সাফল্যের সুযোগ আছে। কারণ ব্যবসার ক্ষেত্রটা ওরা ব্যাপক ও বহুমুখী রেখেছে। ছোট-বড়-মাঝারি কোনরকম কেস নিতেই আপত্তি করে না ওরা, কোন মক্কেলকেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে না। ওদের কার্যপ্রণালী আগাগোড়া দায়িত্বপূর্ণ এবং পেশাদার হলেও পারিশ্রমিক পরিমিত এবং দরদস্তুরসাপেক্ষ।

একটা দুটো করে মক্কেল রোজই আসে। আজ নেহাৎ সকাল থেকেই ঝড়-জল শুরু হয়ে গেল। এখন আর এই অবেলায় কেউ আসবে বলে মনে হয় না। এতক্ষণে দরজায় তালা মেরে কখন বাড়ি চলে যেতো সাতকড়ি, কিন্তু চেককাটা স্যুটপরা লোকটা ধন্দে ফেলে দিলো তাকে। সকাল থেকে তিনবার এজেন্সীর সামনে দিয়ে ধীর মন্থর গতিতে যেতে দেখেছে লোকটাকে। প্রতিবারই দরজার কাছে এসে কয়েক মুহূর্ত থেমে থেকে আবার উল্টো পথে চলে গেছে লোকটা। সাতকড়ি তক্কে

তক্কে রইলো এবার এবং চেককাটা স্যুটধারী দরজা থেকে পশ্চাদপসরণের উপক্রম করার আগেই দরজা খুলে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলো, "নমস্কার! ভিতরে আসুন না!" মাঝারি বয়সের গোবেচারা চেহারার মানুষটি। কেমন একটা জড়সড় সঙ্কুচিত হাবভাব যেন স্যুট-বুট-টাইয়ের চেয়ে খোলামেলা ধুতি পাঞ্জাবীতেই বেশী অভ্যস্থ, অনেক বেশী খোলসা বোধ করবেন। সাতকড়ির আহ্বানে ভদ্রলোক খানিক ইতস্তত করে ঘরে ঢুকলেন। তারপর সন্তর্পণে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে জবু-থুবু হয়ে বসে পড়লেন। সাতকড়ি নীরবে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলো। ভদ্রলোক একটু নড়ে চড়ে বসলেন।

সাতকড়ি অমায়িক হেসে বললো, "বলুন আপনার কি সাহায্য করতে পারি? আপনার সামান্যতম উপকারে লাগতে পারলে গোবর্ধনলাল হেলপ্লাইন অ্যাণ্ড ডিটেকটিভ এজেন্সী নিজেদের ধন্য মনে করবে জানবেন।"

ভদ্রলোক আমতা আমতা করে বললেন, "ইয়ে ---- মানে ---- একটা ব্যাপারে ফেঁসে গেছি ----।"

"পুলিস কেস? খুনখারাপী ---- অ্যাবডাক্শন্ ---- ব্ল্যাকমেল?"

"না না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। অবশ্য ব্ল্যাকমেল বলতে পারেন একে।"

"মহিলাঘটিত?"

ভদ্রলোক সাতকড়ির প্রশ্ন শুনে ম্লান হেসে বললেন, "এ জগতে কোন ঘটনা বা অঘটন মহিলাঘটিত নয় বলতে পারেন? জন্ম থেকে শুরু করে?"

সাতকড়ি বললো, "সব কথা খুলে বলুন দিকি ! কোন রকম দ্বিধা - সঙ্কোচ করবেন না।"

ভদ্রলোক চেয়ারটাকে সাতকড়ির কাছে এগিয়ে এনে জাঁকিয়ে বসলেন এতক্ষণে।

"শুনুন তবে। আমার নাম সান্যাল। শিবদাস সান্যাল। D.R.D.O.তে কেরানির কাজ করেছি পুরো পনেরো বছর। ছাপোষা মানুষ। ছ'টি ছেলেমেয়ে ও গিন্নি নিয়ে ঢালাও সংসার। সুখে দুঃখে চলে

যাচ্ছিল একরকম, মোটা ভাত মোটা কাপড়ে। গিন্নি নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। দারুণ খাটতে পারে। অল্প আয়ের সংসারেও লক্ষ্মীশ্রী ছিল। আমারও মশাই কস্মিনকালে কোন বদ্ নেশা বদ্ খেয়াল বলতে কিছু ছিল না। অফিস আর বাড়ি, বাড়ি আর অফিস, এইটুকুই আমার গণ্ডি। সকাল বিকেল ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে বসতাম। অঙ্ক, সাইন্স দেখে দিতাম। এছাড়া বাজার-ঘাট ডাক্তার-বদ্যি সংসারের যখন যা চাহিদা। বেশ চলে যাচ্ছিল এর মধ্যে সেই যে বলে গরীবের ঘোড়া-রোগ, দুম্ করে অফিসার হয়ে গেলাম।"

সাতকড়ির মুখ দিয়ে অনিচ্ছাকৃত বিস্ময়সূচক একটা শব্দ বেরোলো।সান্যাল ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, "বিশ্বাস হচ্ছে না আপনার। আমিও বিশ্বাস করতে পারি নি মশাই। আজকের দুনিয়ায় সব কিছুর পিছনে হাজার রকম কারচুপি, ওয়্যার পুলিং। কাউকে চিনিনে শুনিনে, কোন হোমরা চোমরা কাকা-জ্যাঠা নেই যে সুপারিশ করবে অথচ তবু সেই অসম্ভবই সম্ভব হ'ল। আধ ডজন খানেক লোককে ডিঙিয়ে কেরানি থেকে এক লাফে অফিসার বনে গেলাম ডাইরেক্ট রিক্রুটমেণ্টের জোরে। গিন্নি কালীবাড়ি পুজো দিয়ে এলেন, পীরবাবার দরগায় জোড়া চাদর চড়ালেন। কি যে আনন্দের বান ডাকলো বাড়িতে ! হায়রে, তখন কি আর জানি আমার সুখ শান্তি সব শিকেয় উঠলো চিরদিনের মত!"

সাতকড়ি বিস্মিত কণ্ঠে বললো, "কেন?"

"আর কেন! মশাই যে যেরকম জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে হুট্ করে পাল্টাতে গেলে কি আর স্বচ্ছন্দে পাল্টানো যায়? ভিতরে ভিতরে নাজেহাল অবস্থা হয়ে যায়। পুরোনো পাড়া-প্রতিবেশী ছেড়ে অফিসার পাড়ায় উঠে এলাম। ছেলেমেয়েদের সাহেবী স্কুলে ভর্তি করতে নাভিশ্বাস ওঠার দাখিল হল। গিন্নি বাপের বাড়ি থেকে কাঁসা পিতলের যত বাসনকোশন পেয়েছিল সব বিদেয় করে কাঁচ স্টীল আর চিনেমাটির বাসন কিনতে হল এক প্রস্থ করে। এ ছাড়া ছেলেমেয়েদের নতুন জামাজুতো, নিজের জন্যে স্যুট, গিন্নির ম্যাক্সি বেল্‌বটম্ ----। সামান্য যা সঞ্চয় ছিল নিঃশেষ হয়ে গেল। চড়া সুদে টাকা ধার নিতে হল।"

"মাইনেও তো বেড়েছে?"

"তা বেড়েছে। সবসুদ্ধু সাড়ে সাতশো টাকা। সেই সঙ্গে বাড়ি ভাড়া,

জল, বিজলী, সব খরচই বেড়েছে। কয়লার বদলে গ্যাসের চুলো, চায়ের বদলে কফি, বিশেষ বিশেষ অতিথির জন্যে রাম্ অথবা হুইস্কি। ছেলেমেয়েদের নতুন স্কুলের ফি বাবদই প্রায় তিনশো টাকা বেরিয়ে যায় মাসে। এর উপর টিভি ফ্রিজ কার্পেট আর ফার্নিচারের ইনস্টলমেণ্ট আছে। গিন্নির কিটি পার্টি আছে, আমার ক্লাবের বিল আছে। কোথা থেকে আসবে সে সব?

"ছেলেমেয়েদের কোনদিনই দুধ ফলটল অঢেল মাত্রায় জোটেনি। তবু বারোমাসে যখন যা বাজারে উঠতো আমটা কাঁঠালটা আসতো মাঝে সাঝে। পুজোপার্বণে, বিশেষ বিশেষ তিথিতে ভালমন্দ রান্না হত বাড়িতে। সে সমস্ত ঘুঁচে গেল। আগে দু'বেলা মাটিতে আসন পেতে কাঁসার থালায় মাছের ঝোল ভাত খেতাম তৃপ্তি করে। এখন টেবিল চেয়ারে বসে কাঁটা চামচ দিয়ে সিদ্ধ-আলুনি কি যে খাই ছাতা বুঝতেও পারিনা।

"যাক, নিজের দুঃখের গাথা শুনিয়ে অযথা আপনার সময় নষ্ট করবো না। যে কাজে এসেছিলাম তাই বলি। মাস ছয়েক আগে হঠাৎ গিন্নির ফরমাস হল কুকুর চাই। পাড়ার মহিলারা সবাই সেজেগুজে বিলিতী কুকুরের চেন ধরে সকাল বিকেল টহল দিতে বেরোয়। আমাদের একটা বিলিতী কুকুর না হলে নাকি আর মুখ থাকে না। আমি তখন প্রোমোশনের ঠ্যালা সামলাতে একেই ল্যাজেগোবরে হচ্ছি, এর উপর আবার বিলিতী কুকুর ! একটা বিলিতী কুকুরের দাম জানেন? তিনশোর কম নয় আর তেমন তেমন খানদানি কুকুর হলে তো পাঁচশো সাতশো হেঁকে বসবে। কিন্তু গিন্নিকে সে কথা বোঝাবে কে? তার একেবারে ধনুর্ভঙ্গ পণ পাড়ার আর সকলের সঙ্গে সমান তালে চলতেই হবে আমাদের।

"শেষে মরিয়া হয়ে পটপড়গঞ্জে ঝণ্টুর বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। আমার দূর সম্পর্কের মাসতুতো ভাই। পড়াশুনোয় ঢু ঢু। চাকরি বাকরি কিছুই করে না। অথচ থাকে দিব্যি রাজার হালে। সবাই বলে ফোরটোয়েণ্টি লোক, দারুণ ধড়িবাজ। নিরুপায় হয়ে সেই ঝণ্টুরই শরণাপন্ন হলাম।

সব শুনে বললো, "ঘাবড়িও না শিবুদা, আমি ম্যানেজ করে দোব।"

আমাকে বসতে বলে তক্ষুনি বেরিয়ে গেল। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে

এলো তুলোর মত নরম নধর একটা কুকুরছানা নিয়ে।

বললো, "ব্যাটা একশো টাকা চাইছিলো। আমি বলে কয়ে তিরিশে রাজি করিয়েছি শিবুদা। স্প্যানিয়েলের বাচ্চা এই দামে কোথাও পাবে না তুমি।"

"ঝন্টুকে তিরিশ টাকা দিয়ে কুকুর নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। গিন্নি বিলিতী কুকুরছানা পেয়ে মহা খুশি। আমাদের প্রতিবেশীর নাক-চ্যাপ্টা ডালকুত্তার নাম বিউটি। আমরা আমাদের নবলব্ধ স্প্যানিয়েলের নাম রাখলাম সুইটি। কয়েক সপ্তাহ নিরুপদ্রবে কাটলো। গিন্নি ও ছেলেমেয়েরা পালা করে সুইটির গলায় নতুন ঝকঝকে বগলস এঁটে পাড়া প্রদক্ষিণ করে আসে সকাল সন্ধ্যা প্রতিদিন।

"এরপর ঘটলো সেই অঘটন, কিংবা অঘটনের সূত্রপাত। একদিন সন্ধ্যাবেলা গিন্নি পাড়া প্রদক্ষিণ অর্ধপথে মুলতুবি রেখে শশব্যস্তে বাড়ি ফিরে এসে আর্তনাদ করে উঠলেন, 'ওগো, সুইটির কি হয়েছে দ্যাখো।'

সুইটি খুশিমনে ধূলো শুঁকছিল।

বললাম, 'কোথায়? কি হল?'

গিন্নি ওর কানের দিকে দেখালেন। একটা কান দিব্যি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"এরপর আতঙ্কিত হয়ে লক্ষ্য করলাম দিনে দিনে অন্য কানটিও যেন ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে। বাড়িসুদ্ধু সবাই মিলে সুইটিকে নিয়ে পড়লাম। কাকুতি মিনতি, ভয় দেখানো, অহর্নিশি পালাক্রমে কান মালিশ কিছুতেই কিছু হল না। ভবিতব্য কে রোধ করতে পারে? ক্রমে সর্বলক্ষণ সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠলো। প্রকট হল সুইটির প্রকৃত বংশ-পরিচয় : বিলিতী নয় স্প্যানিয়েল নয় আদি অকৃত্রিম নিখাদ নেড়ী। বাঁশ নেড়ী যাকে বলে।

"সুইটির বাইরে বেরুনো বন্ধ হল। বাড়ির মধ্যেও মাথায় ফেট্টি বেঁধে রাখা হয় পাছে কান দেখে চিনে ফেলে লোকে, পাড়াময় ঢি-ঢি পড়ে যায়। গিন্নি মনের দুঃখে শয্যা নিলেন। চোখে ঘুম নেই, আহারে রুচি নেই।

ছেলেমেয়েগুলো শুকনো মুখে ঘরের কোনে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ায়। এরপর একদিন না পেরে ট্যাক্সি ডেকে সুইটিকে নিয়ে পটপড়গঞ্জ রওনা দিলাম। পথে চেনা পরিচিত যাদের সঙ্গেই দেখা হল বললাম সুইটির মাম্‌স্‌ হয়েছে, আইসোলেশন হসপিটালে ভর্তি করতে নিয়ে যাচ্ছি।

"ঝণ্টু বাড়িতেই ছিল। সব শুনে খুব আপসোস করলো। আমাকে বসিয়ে রেখে আবার কোথা থেকে ঘুরে এলো।

বললো, 'সুইটির সাবেক মালিক আর ওকে নিতে রাজি নয়। সে নাকি কুড়ি টাকা লোকসান দিয়ে সুইটিকে আমার কাছে বেচেছিল। অন্য খদ্দেরকে বেচলে অনায়াসে পঞ্চাশ টাকা পেতে পারতো। কিন্তু এই ধেড়ে কুকুরকে কেউ কিনবে না। বসিয়ে খাওয়াতে রাজি নয় সে।'

বললাম, 'তবে উপায়?'

ঝণ্টুই উপায় বাৎলালো।

বললো, 'এক কাজ করো শিবুদা। সুইটির খোরপোষ বাবদ দশ টাকা করে মাসান্তে দিও ওকে।'

অগত্যা তাতেই রাজি হলাম।

"একমাস পরে ঝণ্টুর ফোন এলো, 'শিবুদা, লোকটা বলছে সুইটির দশ টাকায় কুলোয় না। কুড়ি টাকা দিতে হবে।'

মাসোহারা ক্রমে ক্রমে চল্লিশ টাকায় পৌঁছলো। পরশু ঝণ্টুর ফোন পেলাম, এমাস থেকে নাকি পঞ্চাশ টাকা চাই।

আমি সকাতরে বললাম, 'ভাই, এমনিতেই সংসার চালাতে পারছি না। আর এক পয়সা বাড়ানোর সঙ্গতি নেই আমার।'

ঝণ্টু বললো, 'ঠিক আছে। লোকটাকে তাই বলবো।'

কাল আবার অফিসে ফোন করেছিল ঝণ্টু। লোকটা নাকি সুইটিকে ঝণ্টুর কাছে ফেরৎ দিয়ে গেছে। সুইটির দায় পোয়াতে সে আর রাজি নয়। ঝণ্টু রবিবার দিন সুইটিকে আমাদের বাড়ি দিয়ে আসবে।"

এই পর্যন্ত বলে সান্যাল চেয়ার ছেড়ে সাতকড়ির দিকে এগিয়ে

এলেন।

ওর দুহাত চেপে ধরে বললেন, "দোহাই আপনার, আমাকে বাঁচান। সুইটিকে যদি পাড়ার লোকেরা দেখে ফেলে তবে আমার গিন্নি নির্ঘাৎ গলায় দড়ি দেবে। আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

সাতকড়ি ওকে থামিয়ে বলে, "আপনি শান্ত হোন। গোবর্ধনলাল হেলপ্ লাইন অ্যাণ্ড ডিটেকটিভ এজেন্সী একটা উপায় বার করবেই। ---- একটা কথা বলুন তো। আপনার ঝন্টুর বাড়িতে টেলিফোন আছে?"

"না, তবে বাড়ির পাশে একটা দোকানে আছে। তারা ডেকে দেয়। পাড়ায় সবাই ঝন্টুকে ভয় ভক্তি করে।"

সাতকড়ি মৃদু হেসে বলে, "সে আর আশ্চর্য কি ! যা শুনলাম তাতে আমারই ভয়ভক্তি হচ্ছে। ---- হ্যাঁ যা বলছিলাম। আপনি ওকে এক্ষুণি ফোন করে দিন। বলুন একটা জরুরী কথা আছে। সুইটিকে নিয়ে যেন বিকেল পাঁচটার সময় কালিন্দীকুঞ্জ পার্কে অপেক্ষা করে। অফিস ফেরৎ আপনি ওখানে যাবেন। এমন ভাব করুন যেন অফিস থেকে ফোন করছেন। আর খুশি-খুশি দরাজ গলায় কথা বলবেন যেন মন মেজাজ খুব ভাল আছে।"

সাতকড়ির কথামত সান্যাল ফোনে ডায়াল করে ঝন্টুকে ডেকে দিতে বললেন এবং অপর প্রান্তে ঝন্টুর গলা পেতেই উদাত্ত উৎফুল্ল কণ্ঠে বার্তালাপ শুরু করলেন, "আরে ঝন্টু ! শোনো ভাই একটা কাজ করতে হবে তোমায়। সুইটিকে নিয়ে চলে এসো। না, অফিসে নয়, অনেকখানি রাস্তা আসতে হবে তাহলে। তুমি বরং কালিন্দীকুঞ্জে থেকো। আমি অফিস ফেরতা আসছি ওখানে। সুইটির মাসোহারা? তার আর দরকার হবে না। তোমার বউদির কাণ্ড আর বোলো না। কাল রাতে সুইটিকে নাকি স্বপ্নে দেখেছে। সেই থেকে সমানে কান্নাকাটি করছে সুইটি সুইটি করে। বলছে সুইটির আমার কান উঁচু তো কি হয়েছে ! আমার পেটের ছেলে কালোকুচ্ছিত হলে কি পাড়ার লোকের নিন্দের ভয়ে তাকে তাড়িয়ে দিতাম? ছি - ছি কি মহাপাতক করেছি ! তুমি এক্ষুণি সুইটিকে এনে দাও যেখান থেকে পারো। আর ওকে কাছছাড়া করছি না আমি। ---- হ্যাঁ ভাই পাঁচটার সময় এসো। আমি তোমার বউদিকে কথা দিয়েছি আজ সুইটিকে নিয়ে বাড়ি ফিরবো ----।"

সান্যাল ফোন রেখে দিতেই সাতকড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, "আর ঘণ্টাখানেক আছে। চলুন যাওয়া যাক।"

ড্রয়ার খুলে গোঁফ-দাড়ি কালো চশমা আর একটা দূরবীন বার করে ব্যাগে ভরলো সাতকড়ি।

তারপর অফিসের বাইরে এসে দরজায় তালা মেরে চাবি পকেটে রেখে বললো, "চলুন।"

কালিন্দীকুঞ্জ পার্কে একটা সতেজ নেড়ী কুত্তার গলায় শিকল বেঁধে এক ছোকরা বিরস মুখে বসে বসে সিগারেট খাচ্ছিল। দূরে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে দু'টো লোক যে তার দিকে চেয়ে কথাবার্তা বলছে তা সে লক্ষ্য করেনি। করার কথাও নয় কারণ লোক দু'টো এত দূরে যে তাদের চেনা সম্ভব নয়। কিন্তু তারা তাকে দূরবীন দিয়ে দেখে চিনতে পেরেছে। সান্যাল ঝন্টুকে চিনিয়ে দিয়ে রাস্তার মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দাড়ি গোঁফ এবং কালো চশমা পরে সাতকড়ি এগিয়ে গেল ব্যস্ততাবিহীন পথচারীর অলস মন্থর পদক্ষেপে। ঝন্টুর পাশ দিয়ে যাবার সময় থমকে থেমে সুইটির দিকে সপ্রশংস ভঙ্গিতে তাকালো। সুইটি তখন হ্যাঁচকা টানে চেন টেনে রাস্তার উপর জমায়েৎ গোষ্ঠীবর্গের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে তারস্বরে চিৎকার করছে।

সাতকড়ি সরবে স্বগতোক্তি করলো, "দিশী হলেও তেজ আছে।"

ঝন্টু মুখ ঘুরিয়ে নিলো। শিবুদার ফোন পেয়ে অবধি তার মেজাজ ব্যাজার হয়ে আছে।

সাতকড়ি তার দিকে এগিয়ে এসে বললো, "কুকুরটা বেচবেন? পাঁচ টাকা দেবো।"

টাকার উল্লেখে ঝন্টুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললো, "পঞ্চাশ টাকা।"

সাতকড়ি সকৌতুকে হাসলো। বললো, "তার চেয়ে রাস্তার যে কোন একটা কুকুর ধরে নিয়ে যেতে পারি। পেট পুরে কদিন খেতে পেলে তারও তেজ ফুটে উঠবে, গলার জোর বাড়বে।"

ঝন্টুর কৌতুহল হল। "কুকুর নিয়ে কি করবেন?"

"বাড়িতে রাখবো। পাহারা দেবে। যা চোরের উৎপাত ! দুবার বিলিতী কুকুর পুষেছিলাম, দুটোই চুরি হয়ে গেছে। তাছাড়া বিলিতী কুকুরের পিছনে খরচ অনেক। আমি 'শো'-এর জন্যে কুকুর খুঁজছি না। আলতু ফালতু লোক দেখলে চেঁচাবে এমন কুকুর চাই। গলার জোরে নেড়ী কুকুরের তুলনা নেই।"

ঝন্টু বললো, "বিশ টাকা।"

সাতকড়ি প্রশ্রয়ের হাসি হাসলো, "আসলে আপনি বেচতে চান না। নেড়ী হোক আর যা হোক পোষা কুকুর তো, আপনার মায়া পড়ে গেছে। আমারই অন্যায় এভাবে হুট্ করে কিনতে চাওয়া।"

সাতকড়ি ঝন্টুর পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল।

ঝন্টু উঠে দাঁড়ালো, "ও মশাই শুনুন, শুনে যান!"

সাতকড়ি ফিরে এলে ঝন্টু বললো, "দিন, দশ টাকাই দিন তবে। আমার শাশুড়ি আসছেন দেশ থেকে। ভারী শুচিবেয়ে মহিলা। কুকুর নিয়ে বাস করি শুনলে বাড়িসুদ্ধু গোবরছড়া দেবেন, পুরোহিত ডেকে শুদ্ধি হতে হবে আমাদের। কাল সকালেই পদার্পণ করছেন উনি।"

দশ টাকার নোটটা পকেটে পুরতে পুরতে ঝন্টু বললো, "ভাগ্য ভাল আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।"

পার্কের অন্য প্রান্তে এসে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সাতকড়ি চটপট দাড়ি-গোঁফ-চশমা খুলে ফেললো। তারপর রাস্তায় নেমে একটা অটোরিক্সা ডেকে সুইটিকে নিয়ে উঠে বসলো। মোড়ের কাছে সান্যাল দাঁড়িয়ে ছিলেন। অটোরিক্সা থামিয়ে তাকে তুলে নিলো।

বললো, "আপনি আর খামোকা আমাদের সঙ্গে নেতাজী নগর যাবেন কেন? আপনাকে বরং আট্টামোড়ে নামিয়ে দেবো। সেখান থেকে গ্রেটার কৈলাসের জন্যে ডাইরেক্ট বাস পেয়ে যাবেন।"

সান্যাল গদ-গদ হয়ে বললো, "আপনার উপকার জীবনে ভুলতে পারবো না ---- বলুন কত দিতে হবে।"

সাতকড়ি বললো, "অটোরিক্সার ভাড়া বাবদ দশ টাকা আর একটা ফোন কলের দরুন পঞ্চাশ পয়সা। মোট সাড়ে দশ টাকা।"

"আর আপনার ফি?"

সুইটির দিকে দেখিয়ে সাতকড়ি সহাস্যে বলে, "আপনার এই কুকুরটিকে ফি হিসেবে গ্রহণ করলাম। অবশ্য যদি আপনার এটিকে প্রয়োজন না থাকে।"

সান্যাল সভয়ে বললেন, "ওরে বাবা, প্রয়োজন মানে? ও কুকুরকে আর কক্ষণো দেখতে চাই না আমি। ভুল বুঝবেন না। কেষ্টর জীব। ওতো আর জানে না অফিসার হওয়ার কি জ্বালা ! মশাই গত ক'মাস জীবন্মৃত অবস্থায় কেটেছে আমাদের।"

তারপর একটু চিন্তা করে বললেন, "কিন্তু এর খোরপোষ কে দেবে?"

সাতকড়ি বললো, "সে জন্যে ভাববেন না। এর অযত্ন হবে না। দিশী কুকুরও তো পোষে লোকে। আমরা ওর জন্যে সেরকম মালিক জোগাড় করে দেবো।"

সান্যাল কৃতজ্ঞচিত্তে বার বার ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন।

অফিসঘরে ফিরে এসে সাতকড়ি সুইটির শিকলটা গ্রীলের সঙ্গে বেঁধে ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলো, "হ্যালো, শেঠ ধন্নামলজী? আপনার কুকুর জোগাড় হয়েছে। হ্যাঁ, দিশীই তবে জন্মাবধি ভালভাবে দেখাশুনো করা হয়েছে। বেশ তেজী আর স্বাস্থ্যবান। ট্রেনিংও ভাল। পঞ্চাশ টাকা দাম। ঠিক আছে, লোক পাঠিয়ে দিন। না - না, এ আর এমন কি। আপনার কাজে লাগতে পেরেছি সেটাই আমার পরম সৌভাগ্য।"